দৈনিক জনকণ্ঠ

30 APR 2003

পরীক্ষা হবে গ্রেডিং পদ্ধতিতে

২৯ মে এইচএসসি আলীম ফাজিল পরীক্ষা শুরু

মোশতাক আহমেদ ॥ আগামী ২৯ মে থেকে দেশজুড়ে শুরু হচ্ছে এইচএসসি, আলীম-ফাজিল ও কামিল পরীক্ষা। একই সঙ্গে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে

(২- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

২৯ মে এইচএসসি

(প্রথম পাতার পর)

বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। মাদ্রাসা বোর্ড ও কারিগরি বোর্ডসহ দেশের মোট ৯টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে একযোগে অনুষ্ঠিত হবে এই পরীক্ষা। এইচএসসির সনাতনী পর্ব বাদ দিয়ে এবার থেকে প্রথমবারের মতো গ্রেডিং পদ্ধতিতে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার মাত্র এক মাস বাকি থাকলেও সারা দেশে ঘনঘন লোডশেডিংয়ের কারণে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নিতে বিপাকে পড়ছে শিক্ষার্থীরা। না পারছে পড়াশোনা করতে না পারছে বই খাতা ছাড়তে। এ অবস্থায় শিক্ষার্থীদের টেনশন অনেক গুণ বেড়ে গেছে। অন্যদিকে পরীক্ষায় নকলরোধে নেয়া হচ্ছে ব্যাপক পদক্ষেপ। গতবারের মতো এবারও পরীক্ষায় দেশের সর্বত্র আসন বিনিময় কার্যকর করা হবে বলে জানা গেছে। অর্থাৎ যে কলেজের পরীক্ষার্থী সেই কলেজে বসে পরীক্ষা দিতে পারবে না। জানা গেছে, গত বছর ১৬ মে থেকে শুরু হয়েছিল সনাতন পর্বের শেষ এইচএসসি পরীক্ষা। সাত লক্ষাধিক শিক্ষার্থী এ পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। কিন্তু এবার বিভিন্ন কারণে পরীক্ষা কয়েক দিন পিছিয়ে আগামী ২৯ মে থেকে শুরু হচ্ছে। পরীক্ষাও হবে এবার নতুন পদ্ধতিতে। অর্থাৎ এবারে সনাতনী পদ্ধতি বাদ দিয়ে গ্রেডিং পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে এই পরীক্ষা। এতে করে ফল প্রকাশের সময় বোর্ডে প্রথম, দ্বিতীয় বা মেধা তালিকায় স্থান অধিকারীদের নিয়ে হৈহুল্লা আর থাকবে না। অর্থাৎ ফল প্রকাশ হবে এ গ্রেড বি গ্রেড ইত্যাদি ভিত্তিতে। তবে আন্তর্জাতিক রীতিনীতির কথা বলে গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করা হলেও এই পদ্ধতি আমাদের দেশের জন্য কতটুকু সফল হচ্ছে সেটিই বিবেচ্য বিষয়।

এদিকে রাজধানীসহ সারা দেশে অব্যাহত বিদ্যুত সঙ্কটের কারণে মানুষের ভোগান্তি এখন চরমে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যায় পড়েছে এইচএসসি, আলীম, ফাজিল, কামিল ও বিজনেস ম্যানেজমেন্টের লাখ লাখ শিক্ষার্থী। এমনিতেই গরম ও মশার মৌসুম। এর মধ্যে বিদ্যুত সঙ্কট শহরাঞ্চলের জন্য এক ভয়াবহ সমস্যা। পরীক্ষার মাত্র এক মাস বাকি। এর মধ্যে এই সমস্যা শিক্ষার্থীদের বিষিয়ে তুলেছে। না পারছে ঠিক মতো প্রস্তুতি নিতে, না পারছে বই-খাতা ছাড়তে। মোম জ্বালিয়ে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা করতে হচ্ছে। কিন্তু লাইটের আলোতে পড়ার পর মোমের আলোতে পড়া এক মহাবিড়ম্বনা। এ অবস্থায় শিক্ষার্থীদের দাবি হলো ঠিকমতো বিদ্যুত চাই। বেশ কয়েক শিক্ষার্থী জনকণ্ঠে টেলিফোন করে তাদের এই সমস্যার কথা জানিয়েছে এবং তা সমাধানের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে।